আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্প

জাফর আহমদ রাশেদ

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৩-৯৭) বাংলা ভাষার একজন গুরুত্বপূর্ণ কথাশিল্পী। প্রথম গল্পগ্রন্থ অন্য ঘরে অন্য স্বর (১৯৭৬) প্রকাশের পরপরই তিনি শক্তিমান গল্পকার হিসেবে গৃহীত হন। পরে তাঁর আরও চারটি গল্পের বই ও দুটি উপন্যাস প্রকাশিত হয় এবং দুই বাংলাতেই স্বীকৃত হয় তাঁর সাহিত্যিক উচ্চতা। জাফর আহমদ রাশেদ আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্প বিষয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের স্নাতকোত্তর পর্যায়ে একটি গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করেন। এটি ছিল আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের রচনা বিষয়ে প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা। এ বই তারই বর্ধিত রূপ। এতে ইলিয়াসের পাঁচটি গল্পগ্রন্থের ২৫টি গল্পের বিস্তারিত আলোচনা ও বিশ্লেষণ আছে। এ বইয়ের ভাষা সহজ, বিবরণ প্রাঞ্জল। মাত্র ৫৪ বছর বয়সে ইলিয়াস মৃত্যুবরণ করেন। যত দিন যাচ্ছে, পাঠক ও প্রাতিষ্ঠানিক পাঠক্রম-উভয় পক্ষেই ইলিয়াসের রচনার সমাদর বাড়ছে। তাঁর ছোটগল্প বিষয়ে যাঁরা আগ্রহী, এ বই তাঁদের ভালো লাগবে, হয়তো কাজেও লাগবে কারও কারও।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের
ছোটগল্প

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্প

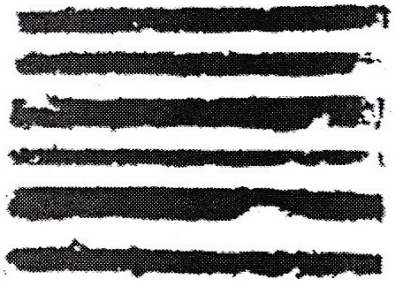

জাফর আহমদ রাশেদ

ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্প
জাফর আহমদ রাশেদ

স্বত্ব
লেখক

ইত্যাদি প্রথম সংস্করণ
ফেব্রুয়ারি ২০১২

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০০১

প্রকাশক
ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ
৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১২৪৭৬০, ০১৭১৫ ৪২৮২১০, ০১৭১২ ২৩৫৩৪২
e-mail : ittadisutrapat@yahoo.com

অক্ষরবিন্যাস
ইত্যাদি কম্পিউটার

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

মুদ্রণ
নিউ এস আর প্রিন্টিং প্রেস
১০/১ বি কে দাশ রোড, ফরাশগঞ্জ, ঢাকা

মূল্য
১৬০ টাকা

ISBN : 984 70289 0267 8

সুরাইয়া ইলিয়াস

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

দুই দশকের বেশি সময় আগে, ১৯৮৯ সালে, আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের বয়স তখন ৪৬। সে বছর তাঁর চতুর্থ গল্পের বই *দোজখের ওম* বেরিয়েছে। ১৯৮৬ সালে বেরিয়েছিল তাঁর উপন্যাস *চিলেকোঠার সেপাই*। সে সময় আমরা যাঁদের লেখা পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ছিলেন তাঁদের মধ্যে সামনের কাতারে। আমাদের তখন আরও যাঁরা মুগ্ধ করেছিলেন, তাঁদের কারও কারও প্রতি মুগ্ধতা পরে কমে গেছে, কারও কারও প্রতি কেটেও গেছে একেবারে। কোনো কোনো লেখকের কোনো কোনো দিক নিয়ে নতুন করে ভেবেছি। যেমন—আল মাহমুদের গল্প। তাঁর কবিতার প্রতি আমরা মুগ্ধ ছিলাম। ধীরে ধীরে তাঁর গল্পেরও ভক্ত হয়ে উঠেছি এবং এখন মনে হয়, আল মাহমুদ বাংলা ভাষার একজন শ্রেষ্ঠ গল্পকার।

ছাত্রাবস্থায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমরা তারাশঙ্কর বা বিভূতিভূষণের চেয়ে বড় লেখক মনে করতাম। যত দিন গেছে, আমি তিনজনেরই ভক্ত হয়ে উঠেছি। ভেবেছি, এঁদের দৃষ্টিভঙ্গিতে ভিন্নতা আছে। নানা আঙ্গিক, নানা বিষয় ও ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক উপলব্ধিতে মূল্যবান সাহিত্যকর্ম গড়ে উঠতে পারে।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের রচনার প্রতি আমার ভালো লাগা কাটেনি। কিন্তু আমাদের সমসাময়িক বা কোনো কোনো অগ্রজ লেখককে বলতে শুনেছি, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস বাংলা লিখতে পারেন না বা তাঁর বাংলা হয় না। শুনে আমি ভেবেছি। ইলিয়াসের রচনা আবার পড়েছি। কোন জায়গায় তাঁর লেখা বাংলা হয় না, আমি ঠিক ধরতে পারিনি। কারও কারও অভিযোগ, ইলিয়াসের উপন্যাস *খোয়াবনামা* পড়ে এগোনো যায় না। আমার তা মনে হয়নি। হাল আমলে যাঁদের রচনা দ্রুত পড়া যায়, তাঁদেরও কিন্তু এঁরা বড় লেখক মনে করেন না।

এই বই আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্প নিয়ে। তাঁর গল্প ভালো লেগেছে বলেই আমি বিষয় হিসেবে তাঁর গল্প বেছে নিয়েছি। কিন্তু

সব গল্পই যে আমার পছন্দ, তা নয়। এ রচনায় তাঁর প্রশংসা আছে, আছে সমালোচনাও।

এই বইয়ের পাঠক যেন মনে না করেন ইলিয়াসের গল্প সম্পর্কে আমি খুব সার কথা বলতে পেরেছি। সার কথা বলার মতো ক্ষমতা ও ভাষা কোনোটাই আমার আয়ত্তে নাই। আমি পড়েছি, ভেবেছি, লিখেছি। কোথাও যদি আপনার মনে হয়—হয় নাই—সেটা শোনার জন্য আমি অপেক্ষা করব।

এই সংস্করণে বড় কোনো পরিবর্তন আনা হয়নি। কিছু শব্দ এদিক-ওদিক করেছি, কিছু বদলেছি। পরবর্তীকালের কিছু প্রকাশনা সম্পর্কে তথ্য যুক্ত হয়েছে শেষের দিকে। কিছু ত্রুটি দূর করার চেষ্টা হয়েছে। আরও ভুল নিশ্চয় রয়ে গেছে, সেগুলো তখনই ধরা পড়বে, যখন আর কিছু করার থাকবে না।

ঢাকা
৩ ফেব্রুয়ারি ২০১২

প্রসঙ্গত

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৩ : ৪ জানুয়ারি ১৯৯৭) প্রায় তিন যুগ সাহিত্যলগ্ন থাকলেও তাঁর গল্পের সংখ্যা আশ্চর্য রকমভাবে কম—গ্রন্থিত-অগ্রন্থিত মিলিয়ে ৩০টির বেশি নয়। বর্তমান গবেষণাকর্ম আমার এমএ শেষ পর্বে 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য : গদ্য' পত্রটির বিকল্প হিসেবে সম্পন্ন হয়েছিল ১৯৯৫-৯৬ সালে। তখন পর্যন্ত প্রকাশিত চারটি গল্পগ্রন্থে সংকলিত হয়েছে মাত্র ১৮টি গল্প। গল্পগ্রন্থ চারটি যথাক্রমে *অন্য ঘরে অন্য স্বর* (১৯৭৬), *খোঁয়ারি* (১৯৮২), *দুধভাতে উৎপাত* (১৯৮৫) এবং *দোজখের ওম* (১৯৮৯)। পঞ্চম গল্পগ্রন্থ *জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল* প্রকাশিত হয় ১৯৯৬ সালে। এ গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে ৫টি গল্প।

বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে বিশ শতকের ষাটের দশকের দ্বিতীয় পর্বে লেখক হিসেবে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের উত্থান। মানুষের মনোজগৎ পর্যবেক্ষণ ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে জগদীশ গুপ্ত ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পূর্বসূরি। এ ক্ষেত্রে আরও দুজনের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে : কমলকুমার মজুমদার ও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ। এঁদের উত্তরসূরি হলেও নিজস্ব জীবনোপলব্ধি, ভাষা ও বর্ণনাকৌশল বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে তাঁর বিশেষ স্থান নির্দেশ করছে।

ইলিয়াসের গল্পে পুরান ঢাকা এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। তাঁর গল্পে পুরান ঢাকার মানুষই শুধু নয়, পুরান ঢাকার সড়ক, পুরোনো বাড়ি, বাড়ির থাম, সড়কের পাশের নানা সাইনবোর্ড, এমনকি গলি-উপগলি পর্যন্ত মানুষের মতো অস্তিত্বময় হয়ে ওঠে। এখানে 'ভালো মানুষ' বা 'নায়ক-নায়িকা' নেই, আছে কেবল মানুষ, মানুষের জীবন। এই জীবনে দেখতে পাই ব্যর্থ, হতাশ, হঠকারী, প্রতারক ও প্রতারিতের এক আদিম সমন্বয়। পুরান ঢাকা বিশেষ স্থান দখল করে থাকলেও ইলিয়াসের গল্পের পটভূমি বিশাল নগর থেকে গ্রাম-জনপদ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই বিস্তৃত জনপদের মানুষের হঠকারী রাজনীতি, তার প্রতিক্রিয়া, সমবেত সামাজিক চিন্তা, মূল্যবোধের অবক্ষয়জনিত হল্লা ও নোংরামি, ব্যর্থতা থেকে জাত অতৃপ্তি আর হতাশা থেকে

উত্তরণের প্রাণান্ত অরুচিকর চেষ্টা ও নোংরা কৌশল, শৌখিনতা ও ভদ্রতার নামে মুখোশের অন্তরালে অভিনেতা ও দৃশ্যের পালাবদল এবং শেকড় ও অস্তিত্বের প্রশ্নে গ্রামীণ মানুষের নিরন্তর সংগ্রাম তাঁর গল্পে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। তিনি বাস্তব ও রূঢ় জীবনকে উপলব্ধি করেছেন, ভাষা দিয়েছেন, কিন্তু কোনো চরিত্রের প্রতি বিশেষ দুর্বলতা দেখাননি। নিরাসক্ত ও নির্মোহ চোখে ঘটনা পর্যবেক্ষণ এবং ততোধিক নির্মোহভাবে তার বিশ্লেষণের মধ্যেই ইলিয়াসের বিশিষ্টতা। গভীর জীবনোপলব্ধি, মূল বিষয় ও চরিত্রের প্রতি একাগ্রতা, আবার এসব বিষয়ে এক কঠিন নির্বিকারত্ব ও নির্লিপ্তি ইলিয়াসকে কেবল বাংলাদেশের নয়, সমগ্র বাংলা গল্পের ইতিহাসে একজন গুরুত্বপূর্ণ গল্পলেখকের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে বলে আমাদের বিশ্বাস। এই বিশ্বাসই আমাকে ইলিয়াসের ছোটগল্প বিষয়ে গবেষণার প্রেরণা দিয়েছে।

ইলিয়াসের প্রথম গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার (১৯৭৬) পর গবেষণার সময়কাল পর্যন্ত তাঁর রচনা নিয়ে উভয় বঙ্গে বিভিন্ন দৈনিকের সাময়িকী, নিয়মিত-অনিয়মিত সাময়িকপত্র ও লিটল ম্যাগাজিনে বিক্ষিপ্তভাবে কিছু লেখালেখি হয়েছে। চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত লিটল ম্যাগাজিন *লিরিক* ১৯৯২ সালে প্রকাশ করেছে 'আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সংখ্যা'।

তখন পর্যন্ত তাঁর গল্প নিয়ে যেসব আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলোতে তাঁর রচনায় যে দুটি প্রধান দিক, অর্থাৎ তাঁর গভীর জীবনোপলব্ধি ও ভাষাভঙ্গি—কোনোটিরই বিস্তৃত ও পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ উপস্থিত হয়নি। বর্তমান গবেষণাকর্মে তাঁর জীবনোপলব্ধির স্বরূপ অন্বেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। আমার সীমাবদ্ধতার কথা স্বীকার করেও এটুকু বলা যায়, ইলিয়াসের ছোটগল্প অবলম্বনে তাঁর জীবনোপলব্ধির স্বরূপ অন্বেষণের প্রচেষ্টা এই প্রথম।

বর্তমান অভিসন্দর্ভ দুটি অধ্যায়ে বিভক্ত হয়েছে। ষাটের দশকে এক উত্তাল রাজনৈতিক ও সামাজিক ডামাডোলের মধ্যে ইলিয়াসের আগমন ঘটে সাহিত্যে। সেই রাজনৈতিক অস্থিরতা বাংলাদেশে এখনো স্তিমিত হয়নি। তাঁর গল্পে এসবের প্রভাব পড়েছে। ষাটের দশকে রাজনৈতিক ঘটনাবলির প্রতিক্রিয়ায় কিছু লিটল ম্যাগাজিনকে ঘিরে বাংলাদেশের প্রথাবিরোধী সাহিত্য-আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ইলিয়াস সে আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন ঘনিষ্ঠভাবে। এ কারণে ইলিয়াসের মানস উপলব্ধির জন্য প্রথম অধ্যায়ে সমকালীন রাজনীতি, যুগপরিবেশ, সাহিত্য-আন্দোলন, সমকালীন গল্পের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এই আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে প্রথম অধ্যায়ে 'যুগপরিবেশ, সাহিত্য-আন্দোলন ও সমকালীন গল্পের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য' শিরোনামে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইলিয়াসের গল্পে তাঁর জীবনোপলব্ধির স্বরূপ বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে; অন্বেষণ করা হয়েছে তাঁর ভাষা ও উপস্থাপনার নৈপুণ্য ও বিফলতা। দ্বিতীয় অধ্যায়ের চার পরিচ্ছেদে এ গবেষণার সূচনাকাল (১৯৯৫) পর্যন্ত প্রকাশিত চারটি গল্পগ্রন্থের আঠারোটি গল্পে তাঁর জীবনোপলব্ধির স্বরূপ বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে তখন পর্যন্ত অগ্রন্থিত 'রেইনকোট' গল্পের আলোচনাও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে চতুর্থ পরিচ্ছেদে। গল্পটি পরে পঞ্চম গল্পগ্রন্থ *জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল*-এ সংকলিত হয়েছে। চারটি গ্রন্থের নামেই পরিচ্ছেদ চারটিতে ব্যবহৃত হয়েছে উপশিরোনাম। পৃথক-পৃথকভাবে ধারাবাহিক আলোচনার কারণ, নামে ছোটগল্প হলেও আকৃতি ও প্রকৃতি—কোনো দিক থেকেই ইলিয়াসের গল্প ছোট নয়; প্রায় প্রতিটি গল্পের বিষয় বহুদিকস্পর্শী। এ বিষয়ে ইলিয়াসের অভিজ্ঞতা হলো :

> কোনো একটি সমস্যাকে কেন্দ্রবিন্দু করে একরৈখিক আলোর মধ্যে তাকে যথাযথভাবে নির্দিষ্ট করার শর্তটি পালন করা সৃজনশীল লেখকের পক্ষে দিন দিন কঠিন হয়ে পড়েছে। একজন মানুষকে একটিমাত্র অনুভূতি বা সমস্যা দিয়ে চিহ্নিত করা এখন অসম্ভব। লেখকের কলম থেকে বেরুতে না বেরুতে এখনকার চরিত্র বেয়াড়া হয়ে যায়, একটি সমস্যার গয়না তাকে পরিয়ে দেয়ার জন্য লেখক হাত তুললে সে তা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গায়ে তুলে নেয় হাজার সংকটের কাঁটা। ('বাংলা ছোটগল্প কি মরে যাচ্ছে?' (*অমৃতলোক* ৬৯, শারদ ১৪০০, মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পৃষ্ঠা : ৯৫)

একাধিক ব্যক্তিকে বহু সমস্যা-সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপন করেছেন বলেই ইলিয়াসের প্রায় প্রতিটি গল্প পূর্ণাঙ্গ আলোচনা দাবি করে।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের গল্পে তাঁর জীবনোপলব্ধির সারাৎসার উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি 'উপসংহার'-এ।

গবেষণাকর্মটিকে সম্পূর্ণতা দেওয়ার লক্ষ্যে পঞ্চম গল্পগ্রন্থ *জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল* (১৯৯৬) গ্রন্থের আলোচনা সংযুক্ত হয়েছে দ্বিতীয় অধ্যায়ের পর।

১৯৯৫ সালের শেষ দিকে আমি বর্তমান গবেষণাকর্ম শুরু করি, তখন পর্যন্ত ইলিয়াসের প্রকাশিত উপন্যাসের সংখ্যা ছিল এক : *চিলেকোঠার সেপাই*। ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস *খোয়াবনামা* প্রকাশিত হয়। 'পরিশিষ্ট' অংশে তাঁর দুটি উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এ অংশের শিরোনাম 'আখতারুজ্জামান ইলিয়াস : জীবন ও কৃতি'।

যদিও বলেছি আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের জীবনোপলব্ধির স্বরূপ অন্বেষণের একটি পূর্ণাঙ্গ প্রচেষ্টা এই প্রথম, কিন্তু তাঁর জীবনোপলব্ধির স্বরূপ অন্বেষণের ক্ষেত্রে এই অভিসন্দর্ভের আলোচনা শেষ কথা নয়।

২.

১৯৯৪ সালে কয়েকজন শিল্পকর্মী বন্ধুকে নিয়ে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকার টিকাটুলিতে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের বাসায় যাই। উদ্দেশ্য জানাতেই বললেন, জীবিত লেখকের ওপর কাজ করতে দিতে তোমাদের মাস্টারমশাইরা রাজি হবেন কেন? চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের তখনকার কালগ্রস্ত ক্যাম্পাসের বাংলা বিভাগ থেকে আগেই আমি অনুমতি নিয়ে এসেছিলাম। বাংলা বিভাগের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। আমার গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক গোলাম মুস্তাফা। তখনো তিনি ছাত্রের অধিক গুরুত্ব দেননি আমাকে—এখনো না, তবে তাঁর কঠোর নিয়মশৃঙ্খলার কারণেই কাজটি আমি শেষ করতে পেরেছিলাম। অধ্যাপক ময়ুখ চৌধুরী আমার কাজের ব্যাপারে নিয়মিত তাগাদা দিতেন। বাংলা বিভাগের অধ্যাপক চৌধুরী জহুরুল হক এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক হায়াৎ মামুদ অভিসন্দর্ভটির পরীক্ষক ছিলেন।

অভিসন্দর্ভের কোনো কোনো অংশ *দৈনিক বাংলাদেশের স্বাধীনতার* 'সাহিত্যপাতা', *দৈনিক পূর্বকোণের* 'সাহিত্য-সংস্কৃতি', দৈনিক *মুক্তকণ্ঠের* 'খোলাজানালা' এবং ছোটকাগজ *সুদর্শনচক্র*-এ প্রকাশিত হয়েছিল। পরিশিষ্ট ছাড়া পুরো অভিসন্দর্ভ ছাপানো হয়েছিল বাংলা একাডেমীর গবেষণা জার্নাল *বাংলা একাডেমী পত্রিকার* কার্তিক-পৌষ ১৪০৪ সংখ্যায়।

১৯৯৪ সালের পর আমি ও আমার বন্ধুরা আরও অনেকবার ইলিয়াসের বাসায় গিয়েছি—টিকাটুলিতে, আজিমপুরে। জীবৎকালে, বিদায়ের পরও—প্রত্যেকবার সুরাইয়া ইলিয়াসকে এত ভালো লেগেছে—মাটি যেন, সর্বংসহা।

এটি প্রকাশের ব্যাপারে শ্রাবণ প্রকাশনীর রবীন আহসানের আগ্রহ এবং উৎসাহ দেখে আমি তাজ্জব বনে গিয়েছি। এই অতি আগ্রহের ফল সে অচিরেই টের পাবে।

মিজানুর রহমান কম্পোজ, প্রুফ সংশোধন ও পৃষ্ঠাসজ্জায় আন্তরিকভাবে সময় দিয়েছেন। কিছু ত্রুটি রয়ে গেছে, এর দায় আমার।

জাফর আহমদ রাশেদ

সম্পাদকীয় বিভাগ
দৈনিক *ভোরের কাগজ*
১২ ফেব্রুয়ারি ২০০১

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

যুগপরিবেশ, সাহিত্য-আন্দোলন ও সমকালীন গল্পের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ১৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্প জীবনোপলব্ধির স্বরূপ ও শিল্প ৩০

প্রথম পরিচ্ছেদ : অন্য ঘরে অন্য স্বর ৩০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : খোঁয়ারি ৫৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : দুধভাতে উৎপাত ৭১

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : দোজখের ওম ৮৮

উপসংহার ১০৪

সংযোজন

জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল : স্বপ্নভঙ্গের গল্প ১০৭

পরিশিষ্ট

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস : জীবন ও কৃতি ১২৪

গ্রন্থ-প্রবন্ধ-আলোচনা-সাক্ষাৎকারপঞ্জি ১৩৫